ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসারের কার্যালয়
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২৯-৬-৯৬ ইং তারিখের সভার কার্যবিবরণী।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মাসিক সভা ২৯-৬-৯৬ ইং বেলা ১২-০০ ঘটিকায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কর্ণেল শাহ মোঃ মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সদস্যবৃন্দের উপস্থিতি ছিল নিম্নরূপঃ-

১। ব্রিগেডিয়ার মনজুর আহমেদ মোল্লা - সদস্য - উপস্থিত
এস ই এম ও
ও
অধিনায়ক
সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল
ঢাকা সেনানিবাস।

২। ক্যাপ্টেন শহীদুজ্জামান খান(জি)(সিডি),পিএসসি, - সদস্য - উপস্থিত
অধিনায়ক
বি এন এস হাজী মহসিন
ঢাকা সেনানিবাস।

৩। গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম আলাউদ্দিন চৌধুরী,পিএসসি, - সদস্য - উপস্থিত
অধিনায়ক
প্রশাসনিক শাখা
বি এ এফ বেস বাশার
ঢাকা সেনানিবাস।

৪। লেঃ কর্ণেল মোঃ মহিদুর রহমান,পিএসসি, - সদস্য - উপস্থিত
সি এম ই এস(আর্মি)
ঢাকা সেনানিবাস।

৫। জনাব মোঃ আজিজ খান - সদস্য - অনুপস্থিত
১৪/এ, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা
ঢাকা সেনানিবাস।

৬। ফ্লাঃলেঃ এ বি এম এ রশিদ(অবঃ) - সদস্য - উপস্থিত
৩২, ডি ও এইচ এস বনানী
ঢাকা সেনানিবাস।

৭। জনাব মোঃ মুয়াজ্জেম হোসাইন - সদস্য - অনুপস্থিত
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
জেলা প্রশাসকের দপ্তর, ঢাকা।

৮। জনাব মোঃ আব্দুল হক -সেক্রেটারী - উপস্থিত।
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবর্গকে স্বাগত জানাইয়া সভাপতি মহোদয় সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভার আলোচ্যসূচীর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রস্তাব নং-১ঃ বিগত ৩০-৫-৯৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুমোদন করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ-বিগত ৩০-৫-৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনান্তে অনুমোদন করা হইল। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ১১-৪-৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার প্রস্তাব নং-৮, ১০, ১৪ ও প্রস্তাব নং-৪ ও ২৮ এবং ৩০-৫-৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার প্রস্তাব নং-২০ এর গৃহীত সিদ্ধান্তানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই বিধায় পরবর্তী বোর্ড সভার পূর্বে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। ইহাছাড়া বিগত ১১-৪-৯৬ ইং তারিখে

২য় পৃষ্ঠা দ্রঃ

অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার ১৫ নং প্রস্তাবে বর্ণিত মহাখালী ডি ও এইচ এস এলাকার রোড নং-২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১ এর মেরামত ও কার্পেটিং কাজের সংশোধিত মূল্যানুমান সরেজমিনে পরীক্ষার নিমিত্তে গঠিত সাব-কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত কাজের ২৭,০৩,৮৮৭/- (সাতাইশ লক্ষ তিন হাজার আটশত সাতাশি) টাকার সংশোধিত মূল্যানুমান অনুমোদন করা হইল।

ব নং-২ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১৯৯৬-৯৭ বার্ষিক সালের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করণ।

ীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১৯৯৬-৯৭ বার্ষিক সালের বাজেট বিশদ পর্যালোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হইল।

ব নং-৩ঃ জোয়ারসাহারা সামরিক অফিসার আবাসিক এলাকায় ৯৫ টি প্রতিরক্ষা বাতি স্থাপনের নিমিত্তে ২,০৫,৮৭১.০০ টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করণ।

ীত সিদ্ধান্তঃ- জোয়ারসাহারা ডি ও এইচ এস এলাকায় প্রস্তাবিত ৯৫ টি প্রতিরক্ষা বাতি স্থাপনের জন্য ২,০৫,৮৭১.০০ টাকার মূল্যানুমান সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হইল।

ব নং-৪ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য ১৯৯২ সালে প্রতি মাসে প্রতি ফ্লাটে ১৫০/- টাকা রেইট ধার্য্য করা হয়। বর্তমানে ৬০ হর্স পাওয়ার মেশিন স্থাপন করায় ও অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত খাতে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা না হওয়ায় ২(দুই) মাসের সময় দিয়া অত্র এলাকার গ্রাহকগণকে মিটার স্থাপনের নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু গ্রাহকগণ উক্ত নোটিশে কোন সাড়া প্রদান না করায় আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষাকল্পে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করণ।

(১) প্রতি ফ্লাট প্রতি মাসে ১৫০/- টাকার স্থলে ২৫০/- টাকা হারে পানিকর আদায় করণ।
(২) যে সমস্ত এলাকায় মিটার স্থাপন করা আছে ঐ সমস্ত মিটারের সর্বনিম্ন বিল ২৫০/-টাকা ধার্য্য করণ।

ত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা ও বর্ধিত এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক যে সকল বাড়ীতে পানি সরবরাহ করা হইতেছে উহার আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ প্রস্তাবটির বিষয়সমূহ বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হইল। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পানি সরবরাহের জন্য বোর্ড কর্তৃক ১৯৯২ সনে নির্ধারিত প্রতি মাসে প্রতি ফ্লাটের জন্য ১৫০.০০ টাকা হারে পানিকর আদায়ের ফলে বর্তমানে বোর্ডের লক্ষ লক্ষ টাকা ভর্তুকি প্রদান করিতে হইতেছে যাহা বিধি সম্মত নহে। ইহাছাড়া ঢাকা সেনানিবাসস্থিত ডি ও এইচ এস সমূহে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ধার্য্যকৃত পানিকরের হার বোর্ড কর্তৃক ধার্য্যকৃত হার অপেক্ষা কয়েকগুন বেশী। এমতাবস্থায় বোর্ডের আওতাধীন যে সকল বাড়ীতে পানি সরবরাহ করা হয় সে সকল বাড়ীতে ডিসেম্বর'৯৬ মাসের মধ্যেই প্রয়োজনীয় মিটার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করার এবং জুলাই'৯৬ হইতে ডিসেম্বর'৯৬ মাস পর্যন্ত প্রতি ফ্লাটে পানি সরবরাহের জন্য প্রতিমাসে ২৫০.০০ টাকা হারে পানিকর আদায়ের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, প্রয়োজনীয় মিটার স্থাপনের পর মিটার রিডিং অনুযায়ী পানিকর আদায় করা হইবে ও মিটার স্থাপনের খরচ গ্রাহক কর্তৃক বহন করিতে হইবে এবং বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণে কোন গ্রাহক অনীহা প্রকাশ করিলে তাঁহার বাড়ীর পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে। ইহাছাড়া পূর্বে স্থাপিত মিটারের সর্বনিম্ন মাসিক বিল ২৫০.০০ টাকা ধার্য্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

৩য় পৃঃদ্রঃ

স্তাব নং-৫ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নবর্ণিত প্রকল্পের মূল্যানুমান ও সর্বনিম্ন দর অনুমোদন করণ ঃ-

মিক নংঃ	কাজের বিবরণ	মূল্যানুমান এম ই এস সিডিউল অব রেইটস, ১৯৯৫ অনুযায়ী	সর্বনিম্ন দর প্রদানকারী ফার্মের নাম ।	সর্বনিম্ন উদ্ধৃত দর
১)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকায় পানির লাইনের ইন্সপেকশন পিট ও ড্রেন তৈয়ার করণ ।	= ৬৫,১২১·০০ টাকা	মেসার্স বসুন্ধরা ট্রেডার্স	১২% উর্ধে

হীত সিদ্ধান্তঃ- ১২% উর্ধ দরের পরিবর্তে ১০% উর্ধ দর অনুমোদন করা গেল ।

স্তাব নং-৬ঃ ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটস্থিত টেম্পু স্ট্যান্ডটি আগামী ০১-৭-৯৬ ইং হইতে ৩০-৬-৯৭ পর্যন্ত সময়ের জন্য ইজারাদার জনাব আমির হোসেন কর্তৃক পেশকৃত ১,৩৮,০০০·০০ টাকার সর্বোচ্চ দরপত্র অনুমোদন করণ । দরপত্রসমূহ উপস্থাপন করা হইল ।

হীত সিদ্ধান্তঃ- অনুমোদিত । আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, উক্ত টেম্পু স্ট্যান্ড এলাকায় কোন প্রকার টেম্পুর মেরামত কাজ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ।

স্তাব নং-৭ঃ শহীদ রমিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্যান্টিনটি ০১-৭-৯৬ ইং হইতে ৩(তিন) বৎসরের জন্য ইজারায় জনাব মোঃ লিয়াকত আলী খান কর্তৃক পেশকৃত মাসিক ৬,৬৯৯·৫০ টাকা ভাড়ার সর্বোচ্চ দরপত্র অনুমোদন করণ । দরপত্রসমূহ উপস্থাপন করা হইল ।

হীত সিদ্ধান্তঃ- শহীদ রমিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্যান্টিনটি ইজারার ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয় ।
শহীদ রমিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্যান্টিনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিগত
আলোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত ক্যান্টিনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিগত
০১-১১-৯৩ ইং হইতে অদ্যাবধি প্রায় দুই বছর আট মাস যাবৎ নায়েক ক্লার্ক(অবঃ) আঃ মান্নান
মিয়া ও নায়েক ক্লার্ক(অবঃ) মোস্তাফিজুর রহমানের পরিচালনাধীন আছে যাহা সম্পূর্ণভাবে বিধি
বহির্ভূত । তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শহীদ রমিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাংগনের ভিতরে
নায়েক ক্লার্ক(অবঃ) আঃ মান্নান মিয়া ও নায়েক ক্লার্ক(অবঃ) মোস্তাফিজুর রহমান তাঁহাদের
নিজ খরচে অস্থায়ীভাবে একটি টিনসেড ঘর নির্মাণ করিয়া সেখানে ক্যান্টিনের নামে খাবার
হোটেল ও মুদী জাতীয় দ্রব্যাদির ব্যবসা করিয়া আসিতেছে যাহা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নহে ।
উল্লেখ্য যে, উক্ত ক্যান্টিনটি দিবা-রাত্র খোলা থাকে এবং শ্রমিক শ্রেণীর লোকজনের সর্বদাই
সমাগম হইয়া থাকে যাহার ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ।
পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, উক্ত ক্যান্টিনটি উপরোক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
কর্তৃক ০১-১১-৯৩ ইং তারিখ হইতে দুই বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয় । পরবর্তীতে
লগ এরিয়া সদর দপ্তর হইতে উক্ত ক্যান্টিনটির ইজারার সময়সীমা দুই বছরের পরিবর্তে ৩৯
(উনচল্লিশ) মাস নির্ধারণ করার জন্য অত্র দপ্তরকে নির্দেশ প্রদান করা হয় যাহা বিধি সম্মত
নহে । যাহা হউক ০১-১১-৯৩ ইং হইতে ৩০-৬-৯৬ ইং পর্যন্ত সর্বমোট ৩১(একত্রিশ) মাস
যাবৎ ক্যান্টিনটি ইজারাদার কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছে । ইহাতে দেখা যায় যে, লগ এরিয়ার
নির্দেশ মোতাবেক ক্যান্টিনটির ইজারার সময় মাত্র আট মাস বাকী আছে ।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এবং অডিট আপত্তি
সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে উক্ত ক্যান্টিনটি ৩০-৭-৯৬ ইং তারিখের মধ্যে বন্ধ করিয়া
দেওয়ার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল । ইহাছাড়া আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে,
ইজারাদার অবশ্যই ৩০-৭-৯৬ ইং তারিখের পূর্বে তাঁহাদের নির্মিত ক্যান্টিন ঘরটি বিদ্যালয়
এলাকা হইতে অপসারণ করিয়া নিবেন । ভবিষ্যতে উক্ত স্কুলে এই ধরণের কোন ক্যান্টিন
ইজারা প্রদানের পদক্ষেপ নেওয়া যাইবে না । তবে বিদ্যালয়ের প্রাংগনে সুবিধাজনক স্থানে বোর্ড
কর্তৃক একটি কক্ষ নির্মাণ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাতা, কলম, পেন্সিল, কাগজ,
বিস্কুট, চকলেট ইত্যাদি ধরণের দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য বোর্ডের বিধি মোতাবেক ক্যান্টিন -

৪র্থ পৃঃদ্রঃ

পরিচালনা করা যাইতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

এমতাবস্থায় অদ্যকার সভায় উপস্থাপিত শহীদ রমিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্যান্টিন ইজারার দরপত্র গ্রহণ করা গেল না।

প্রস্তাব নং-৮: বিএ-১১৩৩ লেঃ কর্ণেল এম এস কামাল, এ ডি ই এম ই, সেনাসদর, এম জি ও শাখা(ই এম ই পরিদপ্তর), ঢাকা সেনানিবাস এর স্ত্রী মরহুমা শাকিনাজ কামাল এর কবর পাকা করার ব্যাপারে তাঁহার ১৫-৬-৯৬ ইং তারিখের আবেদন পত্র বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- বিএ-১১৩৩ লেঃ কর্ণেল এম এস কামাল, এডি ই এম ই, সেনাসদর, এম জি ও শাখা(ই এম ই পরিদপুর), ঢাকা সেনানিবাস এর স্ত্রী মরহুমা শাকিনাজ কামাল এর কবর পাকা করার ব্যাপারে তাঁহার ১৫-৬-৯৬ ইং তারিখের আবেদনপত্র বিবেচনান্তে অনুমোদন করা গেল।

প্রস্তাব নং-৯: ফ্লাইট লেঃ এম আবুল হাসানাত, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধানের এ ডি সি এর পিতা-মরহুম মেজর মোঃ আবুল কাসেম(অবঃ) এর কবর পাকা করার ব্যাপারে তাঁহার ২৫-৫-৯৬ ইং তারিখের আবেদন পত্র বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ফ্লাইট লেঃ এম আবুল হাসানাত, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধানের এ ডি সি এর পিতা-মরহুম মেজর মোঃ আবুল কাসেম(অবঃ) এর কবর পাকা করার ব্যাপারে তাঁহার ২৫-৫-৯৬ ইং তারিখের আবেদন পত্র বিবেচনান্তে অনুমোদন করা গেল।

প্রস্তাব নং-১০: বিবিধঃ

(ক) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসের সেনাভবন সংলগ্ন নিরাপত্তা দেওয়াল পুনঃনির্মাণ বাবদ ৪৯,৯৮০/- টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করণ।

(খ) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রাক্তন উপ-সহকারী প্রকৌশলী মরহুম গোলাম মোস্তফা ভুঁইয়ার নাবালক মেধাবী সন্তানদের লেখা-পড়ার খরচ নির্বাহের জন্য ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটে দোকান বরাদ্দের জন্য নির্মিতব্য ৯'X১২' দোকান ঘরের নকশা ও ৭৭,৫২৬/- টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করণ।

(গ) ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটে হকারদের জন্য স্থান নির্ধারণের প্রস্তাব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই ব্যাপারে ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেট কমিটির ২৯-৬-৯৬ ইং তারিখের আবেদন পত্র উপস্থাপন করা হইল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- (ক) বিষয়টি সম্পর্কে সভায় আলোচনান্তে জানা যায় যে, বিগত ২৭-৬-৯৬ ইং তারিখে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিস ও সেনাভবনের মধ্যখানে অবস্থিত নিরাপত্তা দেওয়ালের পশ্চিমাংশে ১২৮' ফুট ধ্বসিয়া পড়িয়া যায়। উল্লেখ্য যে, দেওয়ালের উক্ত অংশ টুকু অত্যন্ত পুরাতন বিধায় অতি বৃষ্টির দরুন ধ্বসিয়া পড়ে। এমতাবস্থায় বোর্ড অফিস ও সেনাভবনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিয়া বোর্ডের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত হইতে বিধি মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে দেওয়ালটি পুনঃনির্মাণের জন্য মূল্যানুমান অনুমোদনসহ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

(খ) বিষয়টি পর্যালোচনান্তে পেশকৃত নকশা ও মূল্যানুমান অনুমোদন করা হইল।

৫ম পৃঃদ্রঃ

(গ) বিষয়টি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটে ইতোপূর্বে হকারদের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করিয়া হার্ড স্ট্যান্ড করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে হকারদের জন্য আরও জায়গার ব্যবস্থা করা যাইবে কি না উক্ত ব্যাপারে নিম্নরূপভাবে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হইল ঃ-

১।	ফ্লাইট লেঃ এ বি এম এ রশিদ (অবঃ) সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	- আহবায়ক
২।	মেজর মোঃ আব্দুর রশিদ আকন্দ এস এইচ ও, ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য
৩।	রেভিনিউ অফিসার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।	- সদস্য

উক্ত কমিটি পরবর্তী সভায় তাহাদের প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

অদ্যকার সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় কর্তৃক উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হইল।

২৯।৬।৯৮

(মোঃ আব্দুল হক)
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ও
সেক্রেটারী
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

(কর্ণেল শাহ মোঃ মহিউদ্দিন)
প্রেসিডেন্ট
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।